প্রসংগ - নৈতিকতা

পুরুজিত সাহা

সব বাক্যই কি সত্য বা মিথ্যা হয়? সব বাক্যের সত্য মিথ্যা কি একই ভাবে জানা যায়? নিচের বাক্যদুটি খেয়াল করুনঃ

১। প্রোটন ইলেকট্রনের চেয়ে ভারি।
২। প্রতিশ্রুতি ভংগ করা অনৈতিক।

প্রথমটা হয় সত্য নয় মিথ্যা, পরীক্ষা করে সত্যতা যাচাই করাও অসম্ভব কিছু না। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটার বেলায় সবার প্রতিক্রিয়া একরকম হয় না - কেউ বলে এটা ধ্রুবতারার মতোই সত্য, আবার কেউ বলে পরিস্থিতি নির্ভর।

এদের মাঝে এপিস্টেমোলজিক্যাল* পার্থক্য আছে নাকি নেই সেইটাই দর্শনের লাখ টাকার প্রশ্ন।আসলে লাখ টাকার ২টা প্রশ্ন। প্রথম বাক্যটির সত্য মিথ্যা মূল্যায়ন করা সম্ভব এবং সবাই মোটামুটি একমত যে বাক্যটি হয় সত্য নয় মিথ্যা ; একই সাথে সত্য আর মিথ্যা হওয়া সম্ভব নয় এবং সত্য মিথ্যা কোনটিই নয় এমনটাও হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় বাক্যটির ক্ষেত্রে কি একই কথা বলা চলে?এবং যদি বলা চলে তাহলে কিসের ভিত্তিতে?

গত পরশু দেখা দ্য শেপ অফ থিংসের† একটা চরিত্রের (নায়িকা বললে রাজনৈতিক ভুল হবে, হেহে) মুখে ঠিক এই ধরনের একটা সংলাপ ছিল। নায়িকা তার আর্ট প্রজেক্টের জন্য এক মানুষ সাবজেক্ট বাছাই করে, তার প্রজেক্ট থাকে বাহ্যিক চেহারার সাথে মানুষের আচরণের সম্পর্ক দেখানো (এরা যে আর্ট প্রজেক্টের নামে কত কিছু করে!)। ঠিকই শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আমাদের সাবজেক্ট, যে কিনা সিনেমার শুরুতে একই সাথে কুৎসিত এবং লাজুক, সেই সিনেমার শেষে এসে ক্যাম্পাস রোমিও - চেহারা, আচরণ দুটোতেই।

সিনেমার শেষ দৃশ্য ছিল তাদের দুজনের বোঝাপড়া। এভেলিন (শিল্পী) এর যুক্তি ছিল, আমরা সবাই নিজেদের বাস্তবতা তৈরি করি এবং তার উপরেই আমাদের নৈতিকতাকে বসাই। যদি সে শুরু থেকেই তার আর্ট প্রজেক্টের জন্যই এডামের সাথে ফ্লার্ট করে থাকে তাহলে সে তার বাস্তবতা অনুযায়ী কোন অন্যায় করে নি। যদিও এডামের বাস্তবতায় সেটা ভুল হতে পারে।অর্থাৎ এভেলিন মনে করে যে নৈতিকতা চিরন্তন কিছু না, ব্যক্তিনির্ভর।

---

* এপিস্টেমোলজি : দর্শনের একটা শাখা যেটা আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি নিয়ে ভাবে - অর্থাৎ আমরা কী জানতে পারি এবং কোন ভাবে সেটাই এই শাখার আলোচ্য বিষয়।

† দ্য শেপ অফ থিংস সিনেমাটা খুবই ভাল। রাচেল ভাইৎস (দ্য মামি) আর পল রাড (ফ্রেন্ডস এর ফিবির শেষ বয়ফ্রেন্ড) দুজনেই অসাধারণ অভিনয় করেছে।

লেখাটার শুরুতে যে দুটা প্রশ্নের কথা তুলেছিলাম, তার তিন রকম জবাব নিয়ে এখনো ধুন্ধুমার লড়াই চলছে। একদল বলেন যে, নৈতিক বাক্যের সত্য মিথ্যা হয় না; এধরনের বাক্য শুধুমাত্র কোন কাজে আমাদের আপত্তি প্রকাশ করে। আরেকটু ভেঙ্গে বললে তারা বলতে চান যে "চুরি করা অন্যায়" আর "চুরি!!!" দুটো বাক্যই আমাদের একই তথ্য দেয় আর তা হচ্ছে বক্তা চুরি কাজটা পছন্দ করছেন না। অন্যায় শব্দটা একটা বিস্ময়বোধক চিহ্নের বেশি কোন অর্থ বহন করে না।

আরেকদল বলেন নৈতিক বাক্যের সত্য মিথ্যা হয় আর এ ধরনের সব বাক্যই মিথ্যা। এখানে ভুল বোঝার অবকাশ আছে, তাই বুঝিয়ে বলছি। এ দলের মতে, কেউ যখন বলে "চুরি করা অন্যায়" তখন বাক্যটার একটা উহ্য অংশ থাকে। পুরো বাক্যটা হবে, "চুরি করা চিরন্তনভাবে অন্যায়" এবং এই পুরো বাক্যটাকে তারা মিথ্যা বলে দাবি করেন[‡]।

তৃতীয় দলের মতে নৈতিক বাক্যের সত্য মিথ্যা হয় না এবং কিছু কিছু নৈতিক বাক্য সত্য। এদল বাকি দুই দলের যুক্তি খন্ডন করতে ওস্তাদ (নইলে তো তাঁদেরকেই বুঝাতে হবে কি করে নৈতিক বাক্য সত্য বা মিথ্যা হয়)। এঁরা মূলতঃ দেখান যে, যেসব যুক্তি ব্যবহার করে, নৈতিকতাকে খারিজ করে দেয়া হয় তা ব্যবহার করলে পুরো দর্শনকেই খারিজ করে দেয়া যায়।

জটিল সমস্যা!পাঠক (যদি এখনো কেউ থাকে), তুমি কোন দলে?

এখন বলে রাখা ভাল, এবারের ক্লাসটাতে ঢোকার আগে পর্যন্ত আমিও এভেলিনের মতোই ভাবতাম। বলা বাহুল্য ক্লাসে ঢোকার মিনিট দশেকের মাঝে নিজের ভুল বুঝতে পারি।

ঈশ্বর বলেছেন...

কিভাবে নৈতিক সিদ্ধান্তগুলো নিতে হয় এই বিষয়ে দার্শনিক মহলে তিনটা মতবাদ মোটামুটি জনপ্রিয় - কর্তব্যবাদ (Deontology), পরিণতিবাদ (Consequentialism) আর মহত্ত্ববাদ (Virtue Ethics)। (আমজনতা অবশ্য বেশি বিশ্বাস করে কর্তব্যবাদে আর কাজ করে পরিণতিবাদ অনুযায়ী, হে হে।) প্রথমটার মূলনীতি হল, কিছু কিছু কাজ সব সময়েই খারাপ; পরিস্থিতি যাই হোক না কেন। (বাকি দুটো নিয়ে পরে একসময় লিখব, আশা করি।)

[‡] অনেকেই নৈতিকতা জিনিসটাকে পুরোপুরি পরিস্থিতি নির্ভর মনে করেন। যেমন, চুরি করা অন্যায়, কিন্তু রবিনহুডের মত চুরি করে সম্পদ দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দেয়াকে হয়ত অনেকেই অন্যায় ভাববেন না। 'মানুষ মারা অন্যায়' এ ব্যাপারটাও পরম কিছু নয়। যেমন, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু নিধন করা নৈতিকতার বরখেলাফ নয়। কিন্তু এদের নিয়ে সমস্যা হল, এই দলে থাকতে হলে ২টা অপশন -

১। সব নৈতিকতাকেই পরিস্থিতিনির্ভর বলতে হবে অথবা
২। খুব যত্ন করে নৈতিকতাকে ২ ভাগে ভাংতে হবে - একভাগ চিরন্তন আর আরেক ভাগ পরিস্থিতিনির্ভর।

প্রথম অপশনের দুর্বলতা হল, ধর্ষন বা শিশু নির্যাতনের মত অনৈতিক কাজগুলোকে পরিস্থিতিনির্ভর ভাবা কষ্টকর। অতএব মেনে নিতেই হয় সবকিছু আমরা পরিস্থিতিনির্ভর মনে করি না। দ্বিতীয় অপশনটাও ঝামেলার - চুরি করা আর ধর্ষন ভিন্ন মাত্রার অপরাধ, কিন্তু কেন?

বহুদিন ধরেই ধর্ম এই ভাল খারাপ নির্ধারণ করে দেবার দায়িত্ব পালন করে আসছে। আমরা এখন ধর্মের নৈতিক আইনগুলোতে এতটাই অভ্যস্ত যে ভাবতেও অবাক লাগে মাত্র দু হাজার বছর আগেও ধর্ম আর নৈতিকতা অনেকটাই ভিন্ন পরিমন্ডলের জিনিস ছিল। বস্তুতঃ সেন্ট পলের ধর্ম ছড়িয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত ধর্মের ভূমিকা ছিল অনেকটা জাগতিক, দেবতারা মানুষের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তেন, মানবীর সাথে প্রেমে পড়তেন, মোদ্দাকথায় মানবিক ভুলগুলো করতেন! এই ধরনের দেবতার একটা গালভারি নাম আছে - Anthropomorphic। ঈশ্বরের নৈতিক অবস্থান পারসী আর ইহুদীদের তৈরি যা ছড়িয়ে পড়ে রোমানদের হাত ধরে সারা বিশ্বে।

এই বিশাল পরিবর্তনের মাত্র তিন চারশ বছর আগেই কিন্তু প্লেটো ধর্ম ভিত্তিক নৈতিকতার সবচেয়ে বড় সমস্যাটা দেখিয়ে গেছেন। ইউথাইফ্রোতে সক্রেটিসের জবানে প্লেটো একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরলেন - দেবতারা কোন কাজ পছন্দ করেন বলে কাজটি ভাল নাকি কাজটি ভাল বলে দেবতারা পছন্দ করেন? যদি প্রথমটি সত্য হয় তাহলে নৈতিকতা ঈশ্বরের কেবল আরেকটা সৃষ্টি মাত্র, এর আর বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই।বস্তুতঃ, নৈতিকতা কারো খামখেয়ালী সৃষ্টি এটা আমাদের নৈতিক চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমজনতার পক্ষে এটা ভেবে নেয়া কষ্টকর যে ঈশ্বর চাইলে শিশু নির্যাতন বা ধর্ষণও মহত্তম কাজ হতে পারে। আর দ্বিতীয়টি সত্য হলে মেনে নিতে হয় যে নৈতিকতা ঈশ্বরের সৃষ্টি নয় এবং তার ফলে ঈশ্বর সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা - এই বিশ্বাসটাও ভেঙ্গে পড়ে।

নিঃসন্দেহে এই অবস্থানে যে কোন ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষই প্রথম পথটা নেবেন বলে ভেবে নিচ্ছেন। কিন্তু ফ্রেইলটি সিনেমাটা দেখলে তারা একটা হোঁচট খাবেন। বলে রাখি, এইটা ম্যাথু ম্যাককনারির বিরল ভাল সিনেমাগুলোর একটা। সিনেমাটাতে একটা বাবার উপর ঐশী বাণী নাজেল হয় - দুনিয়া থেকে সব মনস্টার নিকেশ করার। বাবা তার দুই ছোট ছেলে নিয়ে মনস্টারের খোঁজে বেরোয়, খুঁজেও পায় উদ্ভট সব উপায়ে। কিন্তু অবাক ব্যাপার হল এই সব মনস্টার দেখতে আপনার আমার মতই সাধারণ মানুষ, শুধু আমাদের মনস্টার শিকারী পরিবারটাই দেখতে পায় তাদের প্রকৃত রূপ ।

বলা বাহুল্য, পুরো ব্যাপারটাই বাবার মানসিক বিকার, অন্ততঃ যাদের ওপর ঈশ্বরের বাণী নাজেল হয় নি তারা তাই ভাববেন। কিন্তু যারা আগে ভেবে নিয়েছিলেন ঈশ্বরের ইচ্ছাই নৈতিকতা নির্ধারণ করে তারা কিন্তু সেই সিরিয়াল কিলার পরিবারের অবস্থানে একই কাজ করবেন। কারণ ঈশ্বর বলেছেন!

পুরুজিত সাহা, আমেরিকার ব্যাটন রুজ থেকে লিখে থাকেন। লেখালিখির প্রিয় বিষয় বিজ্ঞান ও দর্শন। ইমেইল - purujit.saha@gmail.com